করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৯

(১)আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি হাওয়ারি নই? আমি কি হযরত ইসা আ.-কে দেখিনি? তোমরা কি আল্লাহর উদ্দেশে আমারই কাজের ফল নও? (২)অন্যদের কাছে না-হলেও তোমাদের কাছে তো আমি একজন হাওয়ারি; কারণ আল্লাহর কাছে তোমরাই আমার হাওয়ারি-পদের সিলমোহর। (৩)যারা আমাকে যাচাই করতে চায়, তাদের কাছে এটাই আমার আত্মপক্ষ সমর্থন।

(৪)আমাদের কি খাওয়া-দাওয়ার অধিকার নেই? (৫)ইমানদার স্ত্রীকে সফর সঙ্গী করার অধিকার কি আমাদের নেই, যেমনটি করে থাকেন অন্যান্য হাওয়ারিরা, হযরত ইসা মসিহের ভাইয়েরা ও হযরত কৈফা রা.? (৬)নাকি কেবল বার্নাবাস ও আমিই হলাম সেই ব্যক্তি যাদের জীবিকা নির্বাহের কাজ করা থেকে বিরত থাকার অধিকার নেই?

(৭)কে কখন নিজের টাকা খরচ করে সৈনিকের চাকরি করে? কে আঙুরখেত করে কিন্তু তার কোনো ফল খায় না? আর কেই-বা পশুপাল চরিয়েও তার কোনো দুধ খায় না? (৮)আমি কি মানুষের অধিকার থেকে একথা বলছি? তওরাত শরীফও কি একই কথা বলে না? (৯)তওরাত শরীফে লেখা আছে, "শস্য মাড়াই করার সময় বলদের মুখে জালতি বেঁধো না।" আল্লাহ কি কেবল বলদের কথা ভাবেন?

(১০)তিনি কি সম্পূর্ণরূপে আমাদের ভালোর জন্য একথা বলেননি? নিশ্চয়ই একথা আমাদের ভালোর জন্য লেখা হয়েছিলো; কারণ যে জমি চাষ করে, তার উচিত আশা নিয়ে জমি চাষ করা এবং যে ফসল মাড়াই করে, তার উচিত ফসলের ভাগ পাবার আশা নিয়ে মাড়াই করা।

(১১)আমরা যখন তোমাদের মাঝে রুহানি বীজ বুনেছি, তখন তোমাদের কাছ থেকে আমরা যদি বস্তুগত সুবিধা গ্রহণ করি, তাহলে তা কি খুব বড়ো কোনো ব্যাপার? (১২) এ-ব্যাপারে তোমাদের ওপর অন্যদের যদি যৌক্তিক অধিকার থাকে, তাহলে আমাদের কি তা আরো বেশি নেই? তবুও আমরা কিন্তু কখনো সে-অধিকার ভোগ করিনি, বরং মসিহের সুখবরের পথে বাধা সৃষ্টির পরিবর্তে আমরা সমস্ত কষ্টই সহ্য করছি।

(১৩)তোমরা কি জানো না, বায়তুল-মোকাদ্দসে যারা খেদমতে নিয়োজিত হয়, তারা বায়তুল-মোকদ্দস থেকেই খাবার পায় আর কোরবানি-দেবার-স্থানে যারা কাজ করে, তারা কোরবানি-দেবার-স্থানে যা কোরবানি দেওয়া হয়, তার ভাগ পায়? (১৪)ঠিক সেভাবে মসিহ হযরত ইসা আ. হুকুম দিয়েছেন, যারা সুখবর প্রচার করে, তারা যেনো তা থেকেই তাদের খাওয়াপরা পায়।

[১৫]তবে আমি এসব অধিকারের কোনোটির কোনোরকম ব্যবহার করিনি, কিংবা আমি এজন্য এসব লিখছি না যাতে সেগুলো আমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে। আমার বরং তারচেয়ে মরে যাওয়া ভালো- আমার এই অহঙ্কারের ভিত্তি থেকে কেউ আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না!

[১৬]আমি যদি সুখবর প্রচার করি, তাহলে তা আমাকে অহঙ্কার করার কোনো অধিকার দেয় না, কারণ আমি তা করতে বাধ্য; অভিশাপ আমার ওপর, যদি আমি সুখবর প্রচার না করি! [১৭]আমি যদি নিজের ইচ্ছায় তা করি, তাহলে আমার জন্য পুরস্কার রয়েছে; আর যদি আমি নিজের ইচ্ছায় না-ও করি, তবুও আমার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব বলেই তা করি।

[১৮]তাহলে আমার পুরস্কার কী? সেই পুরস্কার শুধু এই: ইঞ্জিলের-প্রচারক হিসেবে আমার যে-অধিকার, তা ভোগ না-করে, বিনা মূল্যে, আমি সুখবর প্রচার করতে পারি। [১৯]যদিও আমি সকলের কাছে স্বাধীন, তবুও আমি নিজেকে সকলের কাছে গোলাম বানিয়েছি, যেনো আমি তাদের অনেককে জয় করতে পারি।

[২০]ইহুদিদের জয় করার জন্য ইহুদিদের কাছে আমি একজন ইহুদির মতো হয়েছি। শরিয়তের অধীনে থাকা লোকদেরকে জয় করার জন্য, নিজে শরিয়তের অধীন না-হয়েও, আমি শরিয়তের অধীনে থাকা লোকের মতো হয়েছি। [২১]যদিও আমি আল্লাহর দেওয়া শরিয়তের বাইরে নই, বরং মসিহের আইনের অধীনেই আছি, তবুও শরিয়তের বাইরের লোকদের জয় করার জন্য আমি শরিয়তের বাইরে থাকা লোকের মতো হয়েছি।

[২২]দুর্বলদের জয় করার জন্য দুর্বলদের কাছে আমি দুর্বলই হয়েছি। যেভাবেই হোক, কিছু লোককে নাজাতের পথে আনার জন্য আমি সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি। [২৩]এসব আমি সুখবরের জন্যই করছি, যেনো আমি এর রহমতের ভাগী হতে পারি।

[২৪]তোমরা কি জানো না, দৌঁড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সবাই দৌঁড়ায় কিন্তু পুরস্কার পায় মাত্র একজন? তোমরাও এমনভাবে দৌঁড়াও যাতে পুরস্কার পেতে পারো। [২৫]ক্রীড়াবিদেরা সব বিষয়ে আত্মসংযমের চর্চা করে; তারা তা করে অস্থায়ী জয়মালা পাবার আশায় কিন্তু আমরা করি চিরস্থায়ী বিজয় মালা পাবার আশায়। [২৬]সুতরাং, আমি লক্ষ্যহীনভাবে দৌঁড়াচ্ছি না, কিংবা বাতাসের সাথেও মুষ্টিযুদ্ধ করছি না; [২৭]আমি বরং আমার শরীরকে শাস্তি দিয়ে নিজের বশে রাখছি, যাতে অন্যদের কাছে প্রচার করার পরে আমি নিজেই অযোগ্য হয়ে না-যাই।